ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার মেয়ের সঙ্গে অ্যাকশন ছবিতে শাহরুখ খান

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে মাত্র এক ম্যাচেই সুযোগ, মুখ খুললেন অশ্বিন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২২ ● কলকাতা ● ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শাহ আসছেন ঠিকই,

কিন্তু বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়েছে বিজেপি

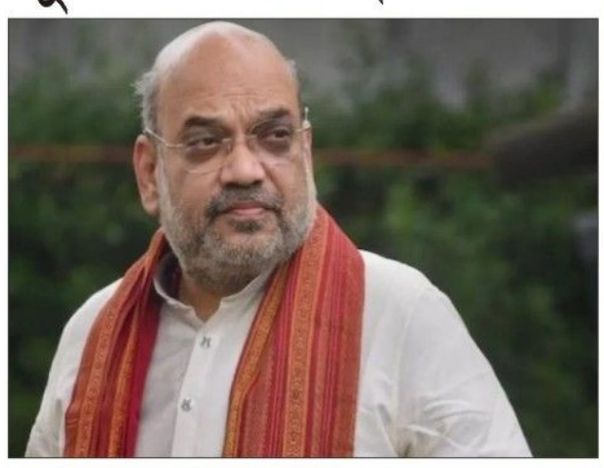

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অমিত শাহ । ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে কলকাতায় আসবেন শাহ। ১১টা ৫ মিনিটে দিল্লি থেকে উড়বে তাঁর বিশেষ বিমান। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তা পৌঁছবে বেলা সওয়া ১টা নাগাদ।বাংলা থেকে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন তার প্রমাণ হিসাবে বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরেছেন বঙ্গ বিজেপির নেতাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, মোদি থেকে শাহ, মায় নাড্ডাও বাংলা নিয়ে তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। রাজনৈতিক ভাবে এখানে তৃণমূলের বিরোধিতা করতে হবে, তাই তাঁরা তা করছেন, মাঝে মধ্যে আসছেন, কিন্তু সেভাবে আগ্রহ আর নেই। এর সব থেকে বড় প্রমাণ হল বাংলার সাংসদরা সহজেই দিল্লি গিয়ে শাহর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। ইদানীং তিনি সময় দিতেই চান না। এমনকী, নাড্ডাজির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতেও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। এমনকি কথা হয়েছিল, প্রতি মাসে একবার

এরপর ৩ পাতায়

বাড়ি বাড়ি অভিষেকের চিঠি!

কী লেখা আছে চিঠিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অমিত শাহ আসার আগেই রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল তোলপাড়। আগামী ২৯ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। সভার আগেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি। কী আছে সেই চিঠিতে? পেলেন কারা? বাংলার রাজনৈতিক মহলে নয়া জল্পনা শুরু। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক আগেই বলেছিলেন, রাজ্য টাকা দেবে, কেন্দ্র না দিলে। এছাড়া এই আন্দোলনে দলের জনপ্রতিনিধিদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও বলেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে শুরু হল এই কাজ এমনটাই তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে।বস্তুত দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মানুষের বাড়িতে চিঠি পাঠানো হয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কত টাকা আটকে রেখেছে। কবে থেকে আটকে রেখেছে। রাজ্য কী ভাবে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। যাবতীয় জানিয়ে, রাজ্যের শাসক দলের আন্দোলনে পাশে থাকার আবেদন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই চিঠি। এমনটাই সূত্রের খবর। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

পাঁচ রাজ্যের ফল ঘোষণার

পরদিনই শুরু হবে সংসদের অধিবেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দিন ঘোষণা করে দিল কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। সোমবার মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এক্স (সাবেক টুইটার) মাধ্যমে জানিয়েছেন, ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট ১৫ দিন অধিবেশন বসার কথা সংসদের দুই কক্ষে।

বাদল অধিবেশনের শেষ দিন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আইনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছিলেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীর্ষক ওই তিনটি বিলে আইন থেকে 'ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ জমানার প্রভাব এবং দাসত্বের মানসিকতা দূর করবে' বলে দাবি করেছিলেন তিনি। এই তিনটি বিলও পাশ করানো হতে পারে সংসদের এই অধিবেশনেই।৩ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা এবং মিজোরাম এই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হবে।তার পরের দিনই শীতকালীন অধিবেশনের জন্য খুলছে সংসদের দরজা। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জোশী জানিয়েছেন, ২ ডিসেম্বর সরকারের পক্ষে তিনি সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। ওই দিন সংসদের সম্ভাব্য কার্যসূচি নিয়ে সব দলের সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

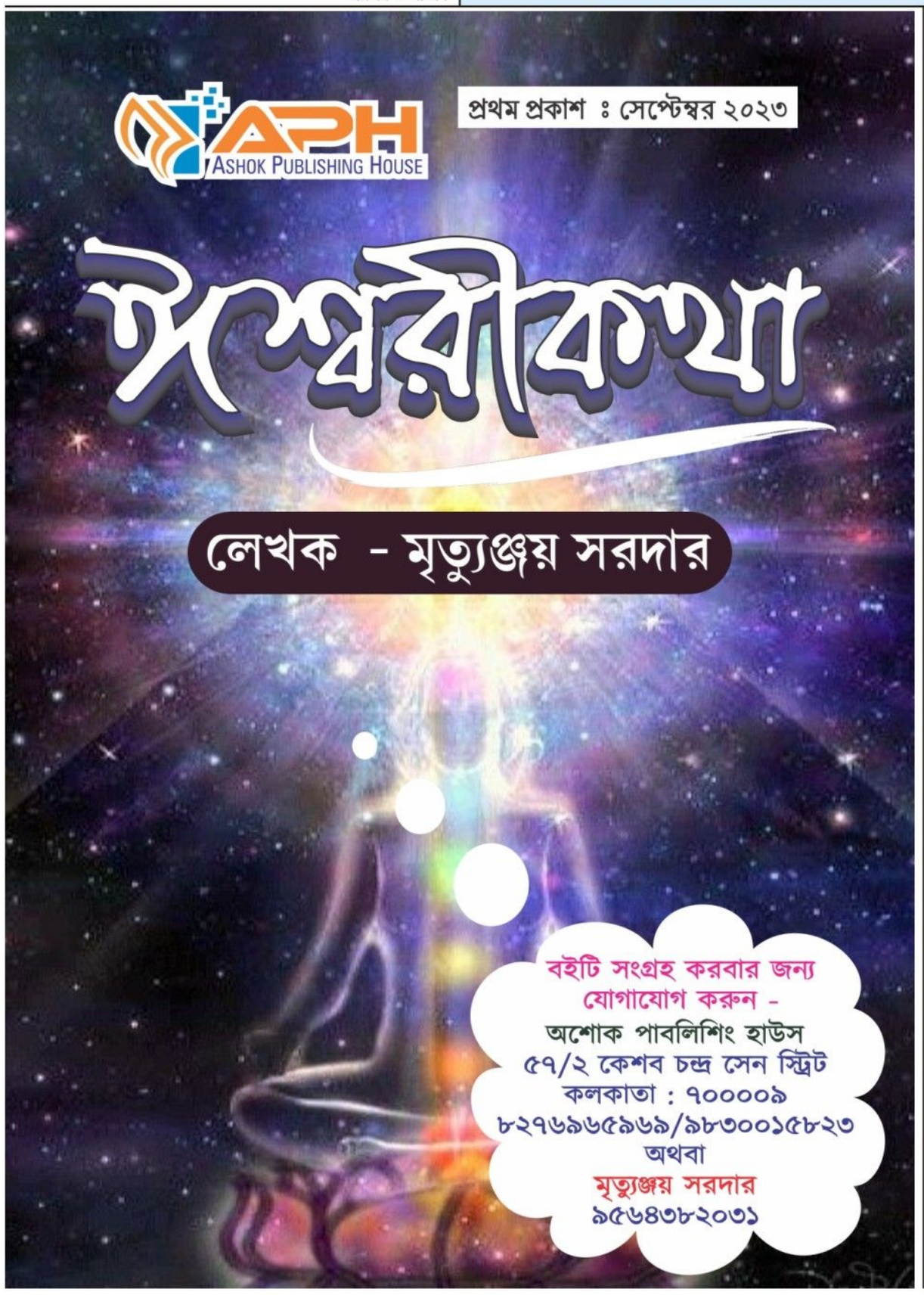

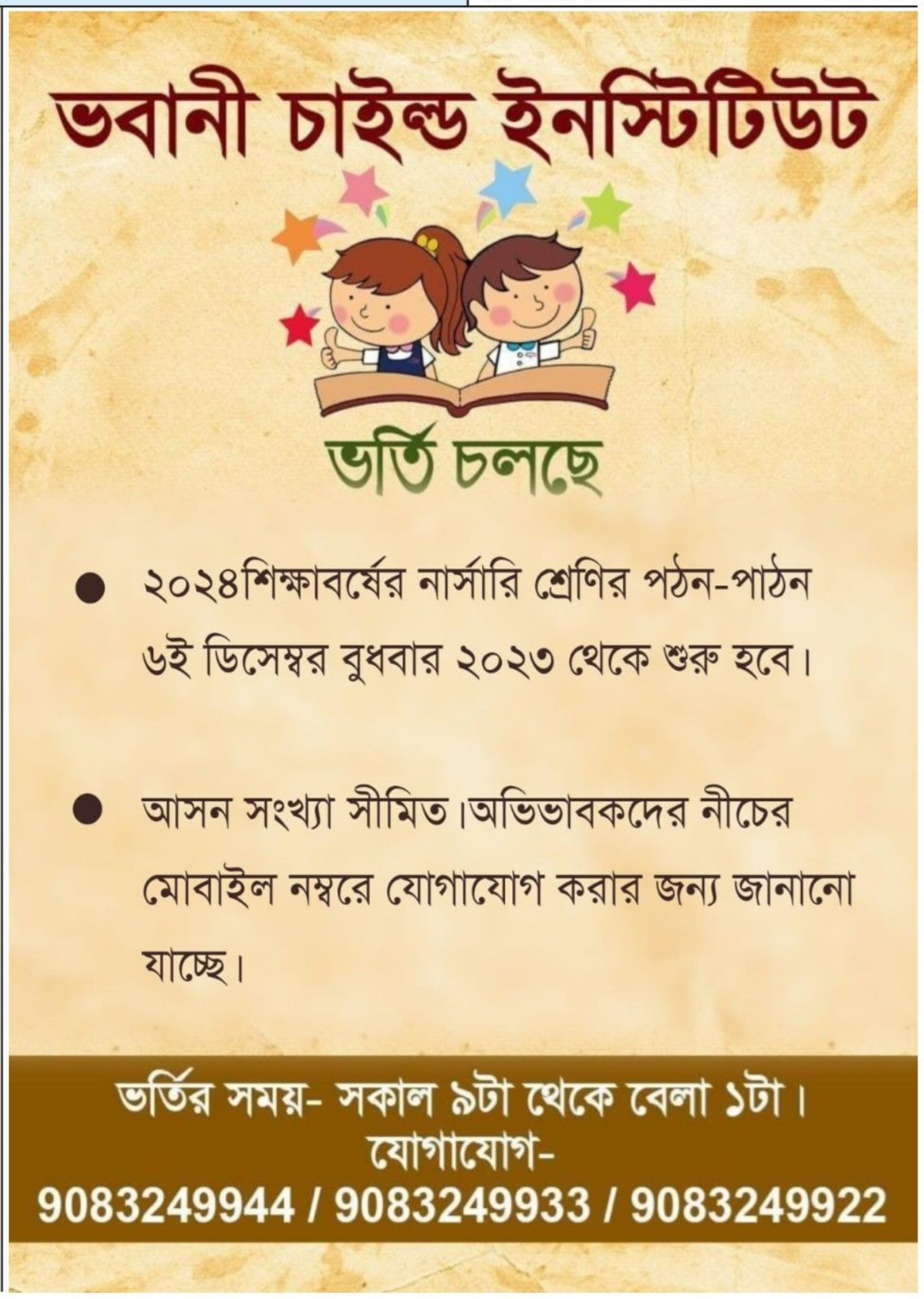

হাইকোর্টের এবং প্রশাসনের নির্দেশেই

নবমী পূজা সম্পূর্ণ হল

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সোমবার ২৭ শে নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিন রাসের ঠাকুর পূজো এবং নবমী পুজো সম্পন্ন হলো। আদালতের নির্দেশমতো পুলিশ প্রশাসন রাসের নবমী নিয়ন্ত্রণ করল। রবিবার সন্ধ্যায় রাস সুস্থভাবে যাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তার জন্য নবদ্বীপ থানা ২০২৩এর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করেছিল। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ)কৃশানু রায় বলেন প্রধানত রাসের নবদ্বীপের পথ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে এই ম্যাপে। সমস্ত যানবাহন কোন সময়ে কিভাবে চলবে তার সময় সারণী দেওয়া হয়েছে।

সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নজরদারি রেখেছিল পুলিশ যাতে কোন বারওয়ারি বাদ্যযন্ত্র সহকারে নবমী পুজো দিতে না আসতে পারে পোড়া মা প্রাঙ্গনে। ১২ জায়গায় তৈরি করা হয়েছে পুলিশের সহায়তা কেন্দ্র। অফিসার, পুলিশ কর্মী, ও সিভিক প্রায় দেড় হাজারের উপরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর ২৮ জন, অফিসার ৩০ জন, এস আই, এ এস আই ২০০ জন। ১৫৪টি জায়গায় দিবারাত্ত পুলিশ পাহাড়া থাকবে। কুঠিরপাড়ার গ্যাস গোডাউন,ব্যান্দড়া পাড়া রেলগেট, ইদিলপুর রেলগেট, কোলেরডাঙ্গা জল মন্দিরে, বাবলারি মাধাইপুর সুভাষ নগর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার বিকেল থেকে নবদ্বীপ শহরের বেশিরভাগ রাস্তায় টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে। পৌরসভার তরফ থেকে একাধিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। রাসের দিন পাঁচটি, শোভাযাত্রার দিন ছটি এবং কার্নিভালের দিন আটটি স্বাস্থ্য শিবির খোলা থাকবে শহর জুড়ে। পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন বহিরাগত রাস যাত্রীদের থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জায়গায়, বড়াল ঘাট, শ্রীবাস অঙ্গন চারটি যাত্রী নিবাস করা হয়েছে।

নবমী পূজার দিতে আসা বেনে পাড়া আনন্দময়ী বারোয়ারী থেকে জানান আমাদের সেই আনন্দ নেই আমরা পোরামা প্রাঙ্গণে চারজন পুজো দিতে এলাম, আদালতে নির্দেশকে অমান্য করা যায় না অপেক্ষায় আছি আমরা আবার পুরনো দিনে ফিরে আসবো কিনা। কেন্দ্রীয় রাস কমিটির পক্ষ থেকে দিলীপ চট্টোপাধ্যায় জানান পোড়া মা প্রাঙ্গনে আমরা সকাল থেকে আছি, পুলিশ সহ, পৌরসভা সকলে সতর্ক যাতে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি না হয়। আমরা কনটেন্টে যাব যেহেতু হাইকোর্ট আমাদের পার্টি করেনি, আমরা পার্টি হয়ে হাইকোর্টে যাব।

আগামীকাল মঙ্গলবার ২৮ শে নভেম্বর আড়ং রাত্রি শেষ করে সকল বারোয়ারি প্রস্তুতি নেওয়ার অপেক্ষায়।

'কালীঘাটের কাকু'র প্রাণনাশের আশঙ্কা নওশাদের,

'মনগড়া দাবি' বলছে তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৃত্যু হতে পারে 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের! সোমবার এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি । তাই তাঁকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা দরকার বলেও মত বিধায়কের। যদিও নওশাদের এই মন্তব্যকে আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। মন্ত্রী রথীন ঘোষের কথায়, 'নওশাদের মনগড়া কথা জবাব দেব না।'প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে একটি অডিও রেকর্ডিং পায় ইডি। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর রয়েছে বলেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি। ওই গলার স্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখতে চায় ইডি। বর্তমানে 'কালীঘাটের কাকু' ভর্তি এসএসকেএম হাসপাতালে। ইডির দাবি, আদালতের নির্দেশের পরেও গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ইডির দাবি এসএসকেএমের তরফে সম্প্রতি জানানো হয়েছে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র মানসিক চাপে রয়েছেন। এই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হলে চাপ আরও বাড়তে পারে বলেও দাবি। সূত্রের খবর, হাসপাতালে তাঁর সাইকো থেরাপি করা হচ্ছে। ইডি চায় এসএসকেএমের পরিবর্তে জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা হোক। এর মাঝেই 'কালীঘাটের কাকু'র মৃত্যুর আশঙ্কা করলেন নওশাদ সিদ্দিকি ।সোমবার অশোকনগরে একটি রক্তদান শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন নওশাদ সেখানেই। সেখানেই সাংবাদিক প্রশ্নের জবাবে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত কালীঘাটের কাকুর মৃত্যু নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। নওশাদের কথায়, 'সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের মৃত্যুর আশঙ্কা করছি। ওঁকে সিসিক্যামেরা এবং নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা দরকার।' তাঁর আরও সংযোজন, ' ওঁর কণ্ঠস্বর ভীষণ দরকার। ওঁর কণ্ঠস্বর দিয়ে হয়তো কালীঘাট পৌঁছে যেতে পারে ইডি। তাই ওঁর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' নওশাদের আশঙ্কার পালটা জবাব দিয়েছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। তাঁর কথায়, 'কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তৃণমূলের কী সম্পর্ক তা জানি না। নওশাদের এসব মনগড়া, আজগুবি কথার জবাব দেব না।'

সবুরে সত্যিই মেওয়া ফলে!

ডি এ মিটিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী', কবে? হয়ে গেল বিরাট ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহুদিন ধরে ডিএ ইস্যুতে তোলপাড় রাজ্য। দীর্ঘদিন যাবত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। ওদিকে দেশের শীর্ষ আদালতে চলছে মামলা। তবে সুপ্রিম কোর্টে বারংবার পিছিয়ে যাচ্ছে ডিএ মামলার শুনানি। সেই নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। গত সপ্তাহেই তাদের ডি এ আন্দোলন ৩০০ দিন অতিক্রম করেছে। এই মন্তব্যের পাল্টা সংগঠনের সদস্য ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রের বঞ্চনার জন্য রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা কেন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন। আর ১ তারিখে বেতন সব রাজ্যই দেয়। আমাদের থেকে ছোটো রাজ্যও ন্যায্য ডিএ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সরকার তা দিতে পারে না।'সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় নেতা- মন্ত্রীদের নিয়ে একটি মেগা বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই বৈঠক থেকে মমতার মুখে উঠে আসে একাধিক ইস্যু। তবে ডিএ নিয়ে তিনি এবারেও নিশ্চুপ।

তবে মুখ্যমন্ত্রী মুখ না খুললেও তৃণমূলের সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা প্রতাপ নায়েক এবার ডি এ প্রসঙ্গে বড় মন্তব্য করলেন। জোর গলায় তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মীদের পক্ষে। তিনি একবারও বলেননি যে, দেবেন না। রাজ্যের এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও তিনি ডিএ দিয়েছেন। মাননীয়া কর্মী দরদী মানুষ। ছুটি থেকে শুরু করে মাসের পয়লা তারিখে বেতন দেওয়া, সরকারি কর্মীদের পক্ষে একাধিক কাজ করেছেন।"

'মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় ডিএ দিয়ে দেবেন'

তিনি আরও বলেন, " কেন্দ্র সরকার এখনও বাংলার পাওনা ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা দেয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী ডিএ দিতে পারছেন না। একবার কেন্দ্র সেই টাকা মিটিয়ে দিলেই মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় ডিএ দিয়ে দেবেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের স্বার্থে প্রয়োজনে বৈঠকে বসবে।'

সড়ক গড়তে জবরদখল সরানোর নির্দেশ নবান্নের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সড়ক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের বাধা দূর করার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিবির। আরও এক ধাপ এগিয়ে এ বার জবরদখল সমস্যা দূর করে সড়ক পরিকাঠামোর কাজ বাধাহীন করার উপরে জোর দিল নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, আগামী দিনে রাজ্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো পাবে। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকেরা জানাচ্ছেন, সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সড়ক প্রকল্পের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে। যে প্রকল্পগুলি হলে শুধু যে পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে তা-ই নয়, বরং বিনিয়োগ-কর্মসংস্থানের প্রশ্নে তা এখনকার তুলনায় আরও বেশি কার্যকর হতে পারে। এর বেশিরভাগ অর্থ কেন্দ্র খরচ করায় রাজ্যের কোষাগারের উপরে চাপও পড়বে না। রাজ্যের দায়িত্ব জমি বাধাহীন রাখা। সব দিক থেকে এই বিষয়টাই নিশ্চিত করতে চাইছে নবান্ন।তার নির্মাণের খরচ বহন করবে কেন্দ্রই। রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রথমে জমি অধিগ্রহণ এবং পরে জবরদখল সরানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনগুলিকে।আগামী দিনে বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে খড়্গপুর-মোড়গ্রাম, রক্সৌল-হলদিয়া এবং গোরক্ষপুর-শিলিগুড়ির মতো আর্থিক করিডর তথা এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হওয়ার কথা। দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে যাওয়া 'এলিভেটেড করিডর' (উড়ালপথ) প্রকল্পও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের ছাড়পত্র নবান্ন দিলেও, কার্যত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় জবরদখল হয়ে থাকা জমি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকল্পগুলির যে নকশা, তাতে সেই জবরদখল মুক্ত না করতে পারলে এই সব পরিকাঠামো তৈরি করা কার্যত অসম্ভব। সূত্রের দাবি, জেলাশাসকদের বলা হয়েছে জবরদখল যেখানে যেখানে রয়েছে তা মুক্ত করতে হবে। তবে তা করতে হবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে এবং সংশ্লিষ্টদের বুঝিয়ে। প্রশাসনের আর একটি সূত্রের দাবি, এই পদক্ষেপ করতে গেলে কোনও জবরদখলকারী যদি আইনি পথের হুমকি দেন, তাতেও অবস্থান অনড় রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। তেমন পরিস্থিতি কোনও কারণে তৈরি হলে তখন রাজ্য পদক্ষেপ করবে। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এত দিন জমি অধিগ্রহণ এ রাজ্যে বেশ কঠিন ছিল। ন্যানো কারখানা না হওয়ার জন্য সম্প্রতি টাটা মোটরসকে বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের যে নির্দেশ রাজ্যকে সালিশি আদালত দিয়েছে, তাতে সেই বিতর্ক ফের উস্কে গিয়েছে। টাটারা কারখানা গড়তে পারেনি প্রধানত জমি অধিগ্রহণ নিয়ে হওয়া আন্দোলনের কারণেই। তবে জমি না পেলে সড়ক প্রকল্পগুলি যে হবে না, তা এখনকার কেন্দ্রীয় নীতিতে মোটামুটি নিশ্চিত। ফলে স্থানীয় স্তরে কথা বলে ও বুঝিয়ে সেই পথে হাঁটার বার্তা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। এত দিন জবরদখল নিয়েও কিছুটা নমনীয় অবস্থানে ছিল রাজ্য। বাস্তবের সঙ্গে তাল মেলাতে তারও পরিবর্তন যে প্রয়োজন, বুঝছে সরকার। তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে জবরদখল-সমস্যা মেটাতে বলা হচ্ছে।এক কর্তার কথায়, 'বহু জায়গায় জবরদখল একটা বড় সমস্যা। সেটা কাটানো গেলে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে সমস্যা আর থাকবে না। এত বিপুল বরাদ্দের প্রকল্প, যা রাজ্যের ভোল পাল্টে দিতে পারে। সেখানে এই বার্তা ইতিবাচক।' প্রসঙ্গত সড়ক বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় সাড়ে ছ'শো কিলোমিটারের মধ্যে ২৮৮ কিলোমিটার থাকবে এ রাজ্যে। সেই প্রকল্পে প্রায় ১৮০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন। তা ধরে প্রস্তাবিত খরচ প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। সড়কটি পৌঁছনোর কথা জোকা-নামখানা অঞ্চলে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত। তাতে হুগলি নদীর উপরে নতুন সেতু তৈরির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে এনএইচএআই। তা ছাড়া কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপরে ঝুলন্ত সড়ক পরিকাঠামোয় প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। রক্সৌল-হলদিয়ার প্রায় ৬৪৬ কিলোমিটারের মধ্যে ১৯৫ কিলোমিটার রয়েছে এ রাজ্যে। তাতে ২০-২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে। খড়্গপুর-মোড়গ্রাম আর্থিক পথের ২৩০ কিলোমিটার থাকবে রাজ্যে। তাতে খরচ হতে পারে কমবেশি ১০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়াও রঘুনাথপুর-ডানকুনি, ডানকুনি-তাজপুর এবং ডানকুনি-কল্যাণী এই তিনটি আর্থিক করিডর পরিকল্পনা করেছে রাজ্য। শিলিগুড়িতে পৃথক 'রিং-রোড'-এর পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হওয়ার পথে।

ক্যানিংয়ে সক্রিয় মোবাইল চোর চক্র!

গুরুতর অভিযোগ জি আর পির বিরুদ্ধে

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার হলো ক্যানিং আর সেই ক্যানিং রেল স্টেশনে এবার সক্রিয় মোবাইল চোর চক্র। যে চক্রের কবলে পড়ে রোজ আট থেকে দশ জন যাত্রী খোওয়াচ্ছেন বর্তমান সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাদের মোবাইল ফোন গুলি। আর গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালী, চুনাখালির মতো সুন্দবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির হাজার হাজার মানুষ রোজ সকাল হলে রুটি রুজির জন্য ছোটে কলকাতায় দিন মজুরির কাজের জন্য আর কলকাতায় যেতে গেলে এই হাজার হাজার সাধারণ দিন মজুর মানুষ গুলির একমাত্র পথ হলো এই ক্যানিং স্টেশন। আর সেই পথ এখন কিছু অসাধু চক্রের কবলে।

আর এবিষয়ে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ যে, রোজ ক্যানিং স্টেশন থেকে আমাদের আট - দশ জনের মোবাইল ফোন গুলি চুরি হয়ে যাচ্ছে। কখনো কেউ হয়তো ফোন কানে দিয়ে কথা বলেছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ কেউ হাত থেকে ফোন টি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তো কখনো আবার মনে করুন আপনার পকেটে ফোন টি রয়েছে কিন্তু কিছুক্ষন পর দেখবেন পকেটে আর ফোন টি নেই। মানে, আমরা দু পয়সা ইনকাম করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চার পয়সা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

আর নিত্যযাত্রীরা তাদের প্রিয় মোবাইল ফোন গুলি এভাবে হারিয়ে সমস্ত ক্ষোভ ক্যানিং এজচ এর বিরুদ্ধে উগরে দিয়ে যে গুরুত্বর অভিযোগ গুলি করছেন তা শুনলে আপনি চমকে যেতে পারেন! যেমন ক্যানিং স্টেশন থেকে মোবাইল চুরি হয়ে যাওয়া এক যাত্রী বললেন , " দিনের পর দিন ক্যানিং স্টেশন থেকে এই ঘটনা গুলি ঘটে চলেছে। যা এই কয়েক মাসে মাত্রা অতিরিক্ত ভাবে বেড়েছে। কারণ, এই চক্রের সাথে কিছু জি আর পি অফিসার দের আঁতাত রয়েছে বলে আমাদের মনে ! কারণ,আমাদের মোবাইল গুলি চুরি যাওয়ার পর আমরা যখন ক্যানিং জি আর পিতে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছি তখন আমাদের কে বিভিন্ন ভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে! এবং আমাদের কে জি আর পিএর তরফ থেকে বলা হচ্ছে আমরা যেন আমাদের অভিযোগ পত্রে চুরি কথা না উল্লেখ করি তার বদলে হারিয়ে গিয়েছে বলে লিখি! কেন এমন বলা হচ্ছে? তার উত্তর ক্যানিং জি আর পির কাছে চাইলে আমাদের কে বলা হচ্ছে তাহলে আপনারা সোনারপুর জি আর পি তে গিয়ে অভিযোগ জানান। আমাদের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে আমরা যে ভাবে বলবো সেভাবে লিখতে হবে"।

আর নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ ও এই ক্ষোভের পর এখন দেখার কবে ক্যানিং স্টেশন থেকে বিদায় হয় এই চোর চক্র! নাকি নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ মতো ক্যানিং এজচ এর নাকের ডগা দিয়ে এভাবে চলতেই থাকবে এই চক্র! প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে! কারণ,ক্যানিং স্টেশন থেকে মোবাইল খাওয়ানো যাত্রীদের তালিকা কিন্তু দীর্ঘ।

জাতিভিত্তিক জনগণনা,

পঞ্চম তফসিলেরও দাবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিহারের মতো এ রাজ্যেও জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি জোরালো হল সংবিধান দিবসে। বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলনের মঞ্চ, জনজাতি সংগঠনের সঙ্গে ওই দাবিতে স্বর মেলালেন কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই-সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও। কলকাতায় রেড রোডে আম্বেডকর মূর্তি চত্বরে রবিবার 'সংবিধান বাঁচাও দিবস' পালন করার জন্য যৌথ ভাবে জমায়েতের ডাক দিয়েছিল নাগরিকপঞ্জি-বিরোধী যুক্ত মঞ্চ, জয় ভীম ইন্ডিয়া, আদিবাসী অধিকার মহাসভা, জয় কিসান আন্দোলন-সহ বেশ কিছু সামাজিক সংগঠন।কেন্দ্রে বর্তমান জমানায় যে ভাবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আক্রান্ত হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এ দিনের সভায়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে জনজাতিদের জল-জমি-জঙ্গলে অধিকারের যে রক্ষাকবচ রয়েছে, বাংলায় ৬০ লক্ষাধিক জনজাতি মানুষ সেই অধিকার থেকে এখনও 'বঞ্চিত'। এ রাজ্যে বসবাসকারী জনজাতিদের পঞ্চম তফসিলের আওতায় আনার দাবিও উঠেছে সভায়। মূলত কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে মানুষ এসেছিলেন এই কর্মসূচিতে। দলিত, জনজাতি মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভায় প্রাক্তন বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা, আব্দুস সাত্তার, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, শরদিন্দু বিশ্বাস, জগন্নাথ টুডু, পার্থ ঘোষ, অভীক সাহা, শুভনীল চৌধুরী প্রমুখ বক্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার জাতিভিত্তিক জনগণনা করাতে চাইছে না। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণি-বিরোধী চরিত্র স্পষ্ট হচ্ছে। তাঁদের দাবি, বাংলায় তৃণমূল সরকারকে বিহারের আদলে জাতিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালু করতে হবে।

১-ম পাতার পর

পাঁচ রাজ্যের ফল ঘোষণার পরদিনই শুরু হবে সংসদের অধিবেশন

প্রথামাফিক আলোচনায় বসবে সরকারপক্ষ। সচরাচর সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগের দিন এই বৈঠক হয়। কিন্তু সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, ভোটের ফলঘোষণার কারণেই বৈঠকটি এগিয়ে আনা হয়েছে।

ভোটের ফলাফল সংসদের আলোচ্যসূচিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। লোকসভা ভোটের আগে এই অধিবেশনে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে পারে বিরোধীরা। আবার ভোটের ফলাফল খতিয়ে দেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিলও সংসদে পাশ করিয়ে নিতে পারে কেন্দ্র। সংসদে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন তোলায় অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের ভবিষ্যত নির্ধারণও হতে চলেছে সংসদের এই অধিবেশনে। তদন্তের পরে লোকসভার এথিক্স কমিটি মহুয়ার সাংসদপদ খারিজের সুপারিশ করে লোকসভার স্পিকারের কাছে। এই বিষয়ে আলোচনা হলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে হইচই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কংগ্রেস, সিপিএম, আরজেডির মতো বিরোধী দলগুলি প্রথম থেকেই মহুয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ধীরে চলোর নীতি নেওয়ার পর মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর দল তৃণমূলও।

১-ম পাতার পর

শাহ আসছেন ঠিকই, কিন্তু বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়েছে বিজেপি

করে রাজ্যে আসবেন শাহ এবং নাড্ডা। তাঁরা সে কথা রাখেননি। কেন রাখেননি? আগ্রহ হারিয়ে ফেললে রাজনীতিতে কেউ কী আর কোনও কথা রাখে! যদিও বঙ্গ বিজেপির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতাদের দাবি, ২৯ তারিখের সভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অলআউট খেলার বার্তাই দেবেন শাহ। অপর গোষ্ঠীর দাবি, বার্তা হয়তো দেবেন, কিন্তু সেই বার্তায় সেভাবে কোনও ঝাঁঝ থাকবে না। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে রেসকোর্সের রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ কোর্সে নামবেন তিনি। সেখান থেকে তিনি গাড়ি করে আসবেন ধর্মতলায় বিজেপির সভা মঞ্চে। পৌনে ২টো নাগাদ সভামঞ্চে পৌঁছনোর কথা তাঁর। ধর্মতলার প্রতিবাদ সভায় ৩টে ১৫ মিনিট পর্যন্ত থাকার কথা শাহের। সভায় বক্তৃতা সেরে তার পর ফের দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। যে ভাবে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আসবেন। সেই ভাবেই কলকাতা বিমানবন্দরে ঢুকবেন ৩টে ৪০ মিনিটে। এর পর ৩টে ৪৫ মিনিটে তাঁর বিমান দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দিল্লিতে পৌঁছে যাবেন তিনি। শাহ আসছেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্গ বিজেপিরই নেতাদের একাংশের দাবি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন বাংলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

কেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন? বঙ্গ বিজেপির নেতাদের দাবি, একুশের ভোটের পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে বাংলার মাটিতে বিজেপি যে একের পর এক নির্বাচন হেরে চলেছে সেটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজর এড়ায়নি। তাঁদের এটাও চোখে পড়েছে যে, নিত্যদিন এখানে দল ছাড়ছেন নীচুতলার নেতা থেকে কর্মীরা। দল ছাড়ছেন সাংসদ থেকে বিধায়কেরাও। দলের রাজ্য নেতৃত্ব এদের ধরে রাখতে পারছেন না। দলকে কোনও ভোটে জয়ের মুখও দেখাতে পারছেন না। বাংলার অর্ধেক বুথে দলের কার্যত কোনও সংগঠনও নেই। দলের পুরাতন ও আদি কর্মীদের একটা বড় অংশই বসে গিয়েছেন। যারা সক্রিয় তাঁদের মধ্যে আবার গোষ্ঠীকোন্দল তুঙ্গে উঠেছে। সব থেকে বড় কথা বঙ্গ বিজেপির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অনেক বড় বড় কথা বললেও তার কোনও বাস্তবায়ন বাংলার মাটিতে দেখতে পাচ্ছেন না দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কার্যত তাঁরা বুঝেই গিয়েছেন, ২৪'র ভোটে বাংলা থেকে ১টিও লোকসভা আসনে দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন না। আর এই কারণেই তাঁরা বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

আনন্দময় দিব্যপুরুষ
শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী-র
৫১ তম আবির্ভাব তিথি উৎসব
উপলক্ষে
৬১টি গ্রামে
১৫ দিন সেবাপক্ষ উদ্‌যাপন
৫১ টি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং আদিবাসী অঞ্চলের মানুষকে ৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ দিন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবা, খাদ্য সেবা, শীতবস্ত্র প্রদান, কম্বল প্রদান সহ নানাবিধ সেবাপ্রদান করা হবে।
ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, দক্ষিণ কোমালিয়া, নিউ বারাকপুর, কলকাতা-১৩১।
৯৮৮৩৬৯০৩৮৩, ৯৭৪৮৯ ১৬০৪০

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে দিল্লিতে বিশেষ অনুষ্ঠান

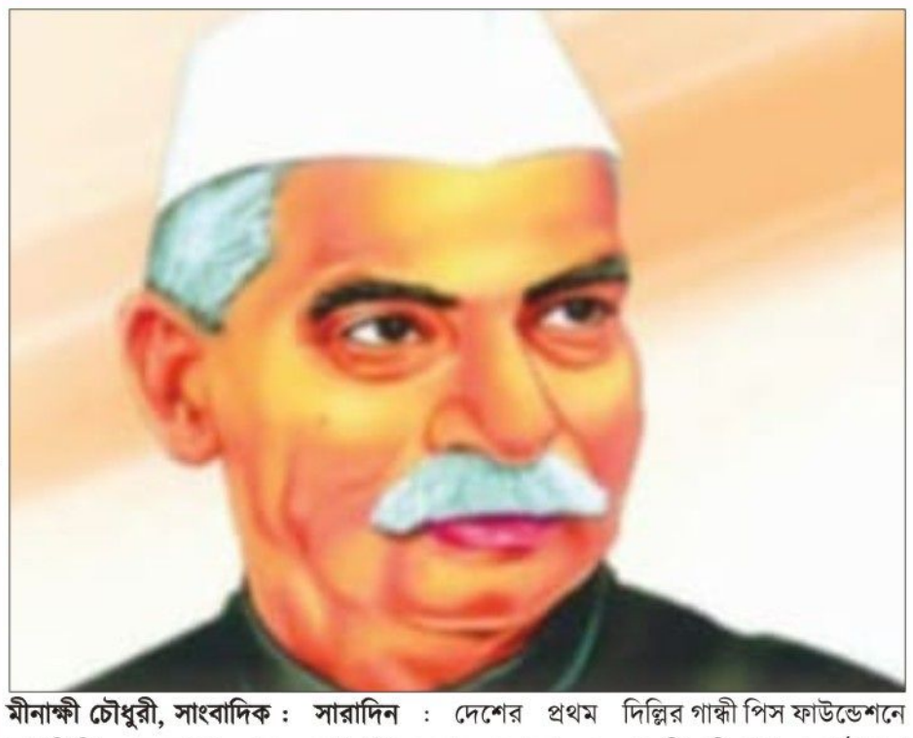

মীনাক্ষী চৌধুরী, সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, নভেম্বর ২৭, ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে ৩ ডিসেম্বর দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় মানব সমাজ ট্রাস্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি ভি.এন. সিনহা এবং সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সিনিয়র সাংবাদিক ড. সমরেন্দ্র পাঠক।

সংগঠনের প্রধান হীরা লাল প্রধানের মতে, অনেক সাংসদ, বিধায়ক এবং শীর্ষ আমলারা এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। দিল্লি দূরদর্শনের বিখ্যাত গায়ক পন্ডিত পুষ্কর মিশ্র, ওস্তাদ আখতার হাসান, নৃত্যশিল্পী পুষ্প দেবী এবং ভরত নাট্যমের হরিতূষণ উপস্থিত থাকবেন।

সিনিয়র সাংবাদিকের বাসায় অভিযানে পুলিশ দুঃখ প্রকাশ করেছে,

ষড়যন্ত্রকারীরা শিগগিরই ধরা পড়বে

বিজয়/মধুওয়ালা, মধুবনী/পাটনা/নতুন দিল্লি ২৭ নভেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : বিহারে সুপরিচিত সিনিয়র সাংবাদিক ডঃ সমরেন্দ্র পাঠকের পৈতৃক বাসভবনে অভিযানের ঘটনায় পুলিশ দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং এই মামলায় জড়িত ষড়যন্ত্রকারীকে দ্রুত গ্রেফতার করার আশ্বাস দিয়েছে।হয়।

ছট উৎসবের মধ্যরাতে চালানো অভিযানে জড়িত মধুবনী জেলার ভেজা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে এবং অভিযানের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে এবং ষড়যন্ত্রকারীকে শীঘ্রই গ্রেফতারের আশ্বাস দেয়।তার অভিপ্রায় ছট উৎসব উপলক্ষে ছিল।

এদিকে সাংবাদিক সংগঠনগুলোর যৌথ ফোরামের প্রধান সুলতান এস. কোরেশি বলেছেন যে আমরা পুলিশের কাছ থেকে এই আশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করব। অভিযানের সময় কোনও আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়নি এবং পুলিশ খালি হাতে ফিরেছে। এমন সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যখন ডাঃ পাঠকের পরিবারের সদস্যরা হাজার হাজার মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছেন। বছরের পর বছর ভক্তদের। যেমন তারা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যস্ত ছিল।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ছাড়াও সার্ক সাংবাদিক ফোরামের আন্তর্জাতিক প্রধান রাম নাথ বিদ্রোহী, ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ইউআইজেএ) সভাপতি উমেন্দ্র দধিচ, ডক্টর সুরেন্দ্র শর্মা সহ সাংবাদিক সংগঠনের ফোরামে যোগদান করেন। পিরিওডিকাল প্রেস অফ ইন্ডিয়া, বিহারের সিনিয়র সাংবাদিক সুশীল ভারতী এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কেশব চৌধুরী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন, অন্যথায় তারা দেশব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।এলএস

রাজনীতিতে পা ভোজপুরী নায়িকা অক্ষরা সিংহের,

যোগ দিচ্ছেন পিকে'র দলে

পটনা: নিউজ সারাদিন : সেলেব পর্দার পাশাপাশি এবার রাজনীতিতে নিজের ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ভোজপুরী নায়িকা-গায়িকা অক্ষরা সিংহ। তবে পরিচিত কোনও দলে নয়। তিনি নাম লেখাচ্ছেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পি কে নামেই সমধিক পরিচিত) জন সুরজ পার্টিতে। আজ সোমবার বিকেল তিনটের সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে নাম লেখাতে চলেছেন অক্ষরা।মেয়ের রাজনীতিতে পা রাখার বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন অক্ষরার বাবা বিপিন সিংহ ওরফে ইন্দ্রজিত সিংহ। বিজেপি-কংগ্রেস-জেডিইউ-আরজেডি'র মতো বড় দলগুলি ছেড়ে কেন মেয়ে প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাও খোলসা করেছেন তিনি। অক্ষরার বাবার কথায়, 'জন সুরজ পার্টি শুধু একটি দল নয়। একটা চলমান আন্দোলন। যে সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে বিহারের এবং দেশের উন্নয়ন করা। তাই মেয়ে যখন প্রশান্ত কিশোরের দলে যোগ দেওয়ার কথা জানালো, তখন আর কোনও সঙ্কোচ করিনি। গোটা পরিবারই অক্ষরার রাজনীতিতে পা রাখার বিষয়টিতে সমর্থন জানিয়েছে। আমরা পাশেই থাকব।' অক্ষরা সিংহের রাজনীতিতে পদার্পণের খবরে ভোজপুরী ইন্ডাস্ট্রিজে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।২০১০ সালে 'সত্যমেব জয়তে' ছবির মাধ্যমেই ভোজপুরী সিনেমায় অভিষেক ঘটেছিল অক্ষরা সিংহের। ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জনপ্রিয় ভোজপুরী নায়ক রবি কিষাণ। যিনি গত লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর আসন থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। 'সত্যমেব জয়তে' ছাড়াও 'প্রাণ যায় পর বচন না জায়ে', 'সত্যা', 'তবদলা' এবং 'মা তুঝে সালাম' এর মতো সুপারহিট ছবির নায়িকা হিসেবে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন অক্ষরা। অভিনয়ের পাশাপাশি গায়িকা হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২২ সংখ্যা ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কথা রেখে দিল্লির বিক্ষোভে যাওয়া বঞ্চিতদের বকেয়া মেটাচ্ছেন অভিষেক

১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে গত ২-৩ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলন করেছিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির যন্তর মন্তরের কর্মসূচি থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের যে বঞ্চিতেরা দিল্লি পৌঁছেছেন, তাঁদের টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকার দু'মাসের মধ্যে না মেটায়, তা হলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সেই টাকা দেবেন।উল্লেখ্য, শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়। আবাস যোজনা, গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে বলে দাবি তৃণমূলের। গত ২৩ নভেম্বর তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশন থেকে সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বকেয়ার দাবিতে ফের দিল্লিতে আন্দোলন করবে তৃণমূল। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সময় চাওয়া হবে। সময় দিলে ভাল, না হলে রাস্তাতেই আন্দোলন হবে। এবং এ বার দিল্লি অভিযানে থাকবেন মমতা নিজে। সে সব পর্বের আগে গত কর্সূচিতে যে কথা দিয়েছিলেন অভিষেক, তা রাখার পালা শুরু করে দিলেন তিনি।সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সেই কাজ শুরু করে দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে যে 'বঞ্চিত' শ্রমিকেরা অভিষেকের কর্মসূচিতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তাঁদের যাঁর যে পরিমাণ বকেয়া, তা পাঠানো শুরু করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। গত শনিবার থেকে এই আর্থিক অনুদান পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রত্যেকের নাম করে একটি চিঠিও লিখছেন অভিষেক।সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে, দিল্লির আন্দোলন ও তার পরবর্তী কালে রাজভবনের উত্তর ফটকের সামনে অভিষেকের ধর্নার কথা। পাশাপাশিই অভিষেক লিখেছেন, "প্রতিশ্রুতি মতো আর্থিক সাহায্য পাঠালাম। সপরিবার ভাল থাকুন। লড়াইয়ে থাকুন। মা-মাটি-মানুষের আন্দোলনে থাকুন। বকেয়া আদায়ের এই অধিকারের লড়াই চলতে থাকবে। জনবিরোধী, বাংলাবিরোধী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা জিতবই।"

অন্য দিকে, এই টাকা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "কে কাকে অর্থ দিচ্ছেন জানি না। তবে সরকারি টাকা ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া যায় বলে শুনিনি। যদি দেন, তবে পাপস্খালন করছেন। শ্রমিকদের বকেয়া টাকা চুরি করে তাঁদেরই ফেরত দেওয়া হচ্ছে। গরু-কয়লা পাচারে টাকা তো আর কম নেই।"

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অভিযোগ মূলত দু'টি। এক, কেন্দ্র প্রকল্পের টাকাই বন্ধ করে দিয়েছে। দুই, কাজ করানোর পরেও শ্রমিকদের মজুরি আটকে রেখেছে। বাংলার শাসক দলের দাবি, কেবল বকেয়া মজুরির পরিমাণই সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। যদিও বিজেপির বক্তব্য, রাজ্য সরকার আগের টাকার হিসেব দেয়নি। তা যত দিন না দেবে, তত দিন নতুন করে কোনও টাকা পাঠানো হবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন কৌশলে খুন করে দিতে পারে বা মেরে দিয়ে আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালানোর পরিকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় বাবু সরদারের পরিবারের লোকজন। এদিকে পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না, সত্য কথা সহজে লেখার পরিনাম সম্পাদকের পরিণতি ভয়নক। তবে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কৌশল ভাবে মেরে দিলে সমাজের আরো ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছে অনেকেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার দাবি তুলেছে জাতীয় স্তরের সাংবাদিক সংগঠন ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়নের রাজ্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বলেই আজকে তার এই পরিণতি। এক প্রকার তাকে ঘর বন্দি থাকতেই হয়। আর তাকে মারার জন্য সুপারি দিয়েছে বড় চক্রের হাতে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে মৃত্যুঞ্জয় নির্বাচিত হয়ে আছে ভারত বর্ষ

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

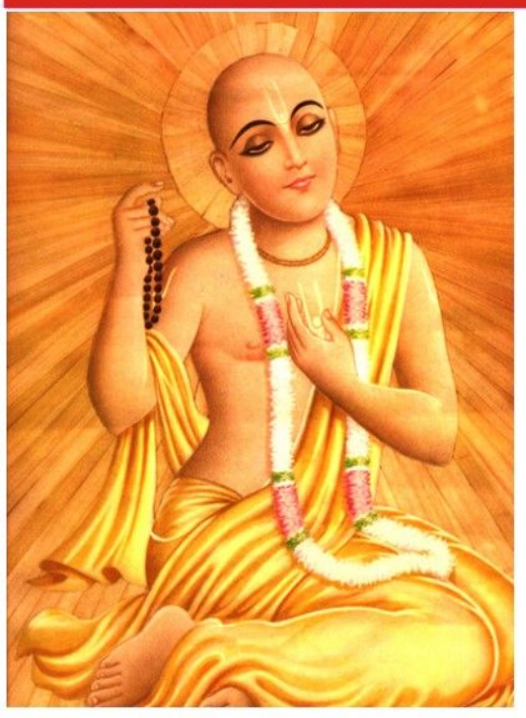

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেকালে শ্রীচৈতন্য অধিকাংশ ওড়িশাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেও (১) জনগণ ও রাজার উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আশঙ্কিত হয়েছিল। (২) 'জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আর চৈতন্য ছিল তাঁর সচল বিগ্রহ'-এই জাতীয় প্রচার জগন্নাথসেবকদের একাংশের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, (৩) চৈতন্য ও তাঁর সহচরদের জাতিভেদ বিরোধী প্রচার ও

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যত মত তত পথ' নিয়ে। আজকাল নানা স্থানে এই মতবাদ নিয়ে সমালোচনা দেখতে পাই। তাই দু'চার কথা আমারও বলার ইচ্ছে হল। 'যত মত তত পথ' দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন জগতের সব ধর্মমতগুলো সত্য। কি কারণে সত্য? কারণ তারা প্রত্যেকে সত্যকেই অনুসন্ধান করছে। সেই অর্থে তিনি সত্য মেনেছেন। এখন অধুনা প্রাজ্ঞগন সেটা অস্বীকার করেন এই বলে যে সমস্ত ধর্মগুলোতে আচারগত বৈপরীত্য এত বেশী যে একসঙ্গে সব ক'টাকেই সত্য বলাটা উন্মাদের কাজ!আজকের যুগে আমরা কোন জাতি এই কথাগুলো মেনে নিতে বাধ্য নয়, তাই এত অরাজকতা!আর এই অরাজকতার মূলে আমার আপনার মত কিছু ব্যক্তি যুক্ত। আর সেই কারণেই মানব জাতি র সঙ্গে দেবতা কুলের মধ্যে ভীষণ ফারাক রয়ে গেছে, মানব জাতির সঠিক কর্ম দেবতার রূপ নেয়। কর্মই হচ্ছে মূল ধর্ম এ কথাটি মেনে চলা উচিত, কর্ম যদি খারাপ হয়েছে শনি তাকে ছেড়ে কথা বলে না। কর্মফল দাতা শনি দেব কে নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে শনি একটি গ্রহ ,আর আমাদের সনাতন ধর্মের মানুষ শনিদেবকে সবার বড় ঠাকুর জানে। শনি যেমন একটি গ্রহ অন্যদিকে শনি দেব একজন ঈশ্বর ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা। তবে আমরা নবগ্রহের একটি গ্রহ শনি, না শনিদেব কে ভয় পায় ।শনি শব্দটির মধ্যে ভয়-ভীতি ও শ্রদ্ধা সবকিছু যেন লুকিয়ে রয়েছে আর মানুষ সেটাকে প্রাচীনকাল থেকেই মেনে এসেছে।আর এসব উত্তর খুঁজে পেতে বহু পত্র-পত্রিকা রাতের মধ্যে পড়ে শেষ করতে হলো।শনিদেব আসলে কে এটা নিয়ে আজ আমার কলমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।সৌর মণ্ডলে স্থিত পৃথিবী থেকে ৮৯০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সূর্য থেকে এর দুরত্ব ৮৮৬০০০০০০ মাইল দূরে শনি গ্রহের স্থিতি । তুলনামূলক পৃথিবী থেকে ৯৫% গুন অধিক চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন । সূর্য পরিক্রমা করতে ২৯ বছর লাগে ।তবে আমরা জানি শনি' নবগ্রহের একটি অন্যতম গ্রহ, শনি গ্রহকে গ্রহরাজ-ও বলা হয়ে থাকে। শনিদেব সনাতন ধর্ম মতে একজন দেবতা। শনি উগ্র দেবতা বলে কুখ্যাত। জ্যোতিষীদের মতে শনির কুদৃষ্টি অশুভ ফল নিয়ে আসে। সৌরজগতের শনি গ্রহ ও সপ্তাহের শনিবার দিনটি শনিদেবেরর নামে নামকরণ করা হয়। শনিদেব কে শনিশ্চর বা শনৈশ্চর নামেও ডাকা হয়। শনি সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন দেবতা যিনি সূর্যদেব ও তাঁর পত্নী ছায়াদেবীর পুত্র, এজন্য তাঁকে ছায়াপুত্র-ও বলা হয়।তবে এ নিয়ে অনেক সন্দেহ হয়ে গেছে মানুষের মনের মধ্যে, শনিদেব কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই। শনি সবার বড় ঠাকুর হলেও তিনি তাহলে শনি গ্রহ হলেন কিভাবে? প্রশ্নর উত্তর নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে আজও! আসলে শনি গ্রহদেবতা হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্মছকে এর অবস্থান বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। শনি দ্বাদশে, জন্মরাশিতে ও দ্বিতীয়ে অবস্থানকালে সাড়ে সাত বছর মানুষকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। শনিদেবকে নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে।স্কন্দ পুরাণ বলে শিপ্রা ও ক্ষাতা নদীর সংযোগস্থলে জন্মগ্রহণ করেই শনি ত্রিলোক আক্রমণ করেন। আতঙ্কিত ইন্দ্র ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। নিরুপায় ব্রহ্মা সূর্যের কাছে। এর আগেই শনি দ্বারা আক্রান্ত সূর্য ব্রহ্মাকেই শনিকে সংযত করার অনুরোধ করলেন। ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু গেলেন শিবের কাছে। শিব শনিকে ডেকে অত্যাচার করতে বারণ করলেন। তখন শনি শিবকে তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের উপায় করতে বললেন। শিব শনিকে মেষ থেকে মীন রাশিচক্রে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিয়ম মত জন্মরাশি, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে শনি সর্বদাই ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশ স্থানে এলে তিনি উদার। পঞ্চম বা নবম স্থানে এলে তিনি উদাসীন।সেই কারনে অধিকাংশ মানুষের ধারণা শনিদেব দুঃখদায়ী, সম্পত্তি ও বিত্তনাশক, পীড়াদায়ক, ক্রূর, অশান্তি ও অমঙ্গলকারী গ্রহ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, স্বভাবে শনিদেব গম্ভীর, কঠোর তপস্বী, কূটনীতিজ্ঞ, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ন্যায়প্রিয়, দয়ালু, কৃপালু ও অতি শীঘ্র প্রসন্ন হওয়া দেবতা। পূর্বজন্ম কিংবা বর্তমান জন্মের কর্মানুসারে তিনি ভালো বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে তাহলে শনিদেব ক্ষমা করে পাপকারীর অজ্ঞাতেই তাকে সুকর্মের প্রতি পরিচালিত করেন। তিনি হচ্ছে ন্যায় কর্ম প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কর্মফলদাতা ন্যায় কর্ম যিনি করেছেন তা না প্রতিদিনই খুশি হয়েছেন ।যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিদিনই রুষ্ট হয়েছেন ইনি হচ্ছেন শনি দেবতা।অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা শনিদেবের মধ্যে ছিল চিরন্তন ভাবে। একজন মানুষকে যেভাবে অত্যাচার, অবিচার অনাচার, করলে তার ভিতরে যেমন ক্রোধ তৈরি হয়। সুখ দুঃখে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং একটা সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে । তেমনি শনিদেবের প্রতি অবিচার, অনাচার হয়েছিল আর সেই রাগে নিজেকেই , শক্তিশালী হয়ে মনের ভেতর থেকেই। তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের।শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত । এমন লোক খুব কমই আছে যে শনির নাম শুনে ভীত হয় না । সূর্য দেবের নয় পুত্র এর মধ্যে শনির নাম বিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য । সূর্য দেবের পত্নী ছায়ার পুত্র শনি দেবের গায়ের বর্ণ কালো । শনি ছোট বেলা থেকে বদ মেজাজি । সূর্য দেব নিজের রাজ্য তার পুত্র দের মাঝে ভাগ করে দিলেন । প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন । শনি দেব এক লোকের অধিপতি হয়ে খুশি ছিলেন না । তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন । অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন ।তিনি তাকে বর চাইতে বললেন । শনি দেব তখন বললেন ঃহে ভগবান ,আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে যেন যার উপর পড়বে তার যেন সব ছারখার হয়ে যায় । ব্রন্মভা তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । শনিদেবের ক্রোধের ফলে মানুষকে একদম নিস্তেজ করে দেয়, শনিদেবের নিজের ভাইয়ের উপর পড়েছিল।শনি দেব শক্তি প্রাপ্ত হবার পর শনি দেব তাঁর ভাইদের রাজ্য ছিনয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন । তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন হলেন । সূর্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বাবা-ছেলে ভালোবাসা আর ভয়ংকর অ্যাকশনে 'অ্যানিমেল' ট্রেলার!

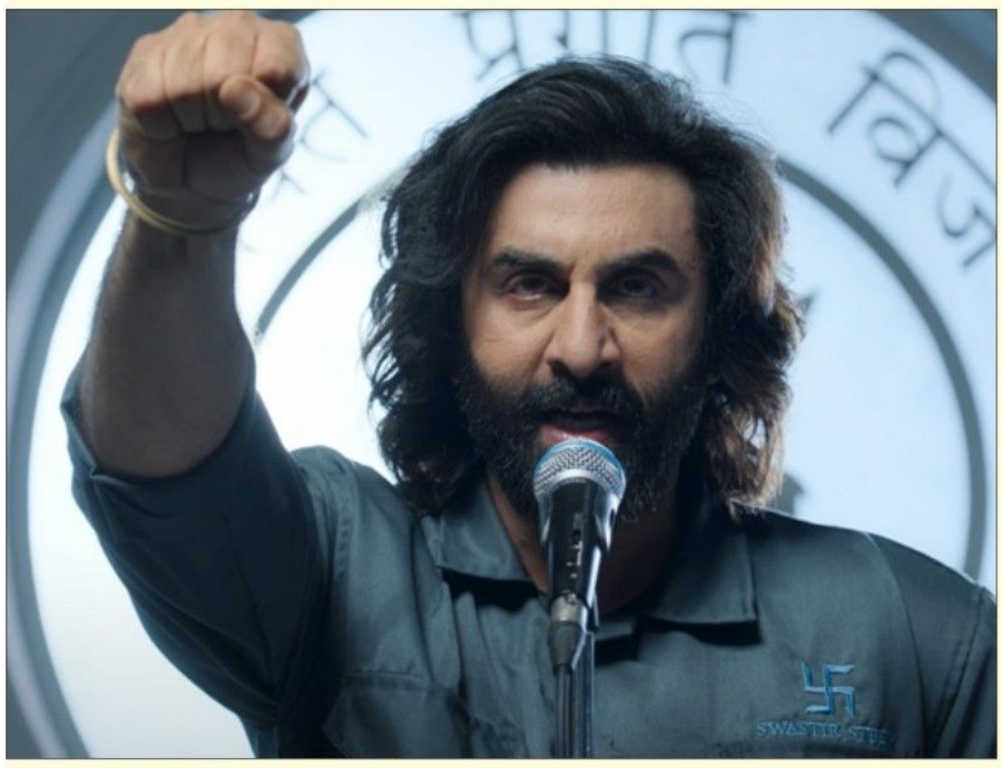

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর টানটান উত্তেজনাপূর্ণ দুর্দান্ত ট্রেলার। ২৩ নভেম্বর উন্মোচিত হলো রণবীর কাপুর অভিনীত নতুন সিনেমার ট্রেলার। রীতিমতো রোমাঞ্চকর আর দুর্ধর্ষ অ্যাকশনের বার্তা দিলেন নির্মাতা।

সাড়ে তিন মিনিট দৈর্ঘ্যের ট্রেলারটি সাজানো হয়েছে দুটি বিষয়কে ফোকাস করে। প্রথমত বাবা ও ছেলের মধ্যকার ভালোবাসা ও আবেগ; আর দ্বিতীয়ত ভয়ংকর অ্যাকশন। ছোট্ট এক ঝলক দেখেই দর্শক-সমালোচকরা বলছেন, 'অ্যানিমেল' একটি রোমাঞ্চকর জার্নি হতে যাচ্ছে।

এই ছবির মুখ্য তারকা রণবীর কাপুর। ট্রেলারে এটুকু স্পষ্ট, এমন সহিংস অবতারে তাকে কখনও পর্দায় দেখা যায়নি। ছোটবেলা থেকে বাবার (অনিল কাপুর) প্রতি তীব্র ভালোবাসা তার। কিন্তু প্রতিনিয়ত বাবার কাছ থেকে অবহেলা আর শাসনের ফলে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সেটা ঠিক কতদূর গড়ায়, তা অবশ্য আঁচ করা যায়নি ট্রেলারে।

'আজকের পর যদি তোমার ওপর একটা আঁচড় আসে, দুনিয়া জ্বালিয়ে দেবো বাবা'- এমন আকর্ষণীয় কিছু সংলাপও মিলেছে ট্রেলারে। ছবিতে খল চরিত্রে আছেন ববি দেওল; তার মুখে কোনও সংলাপ শোনা যায়নি বটে। কিন্তু চাহনি আর অ্যাকশনেই তিনি চমকে দিয়েছেন।

১০০ কোটি রুপি বাজেটে 'অ্যানিমেল' নির্মান করেছেন 'কবির সিং' খ্যাত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। এতে রণবীর কাপুরের নায়িকা রাশমিকা মান্দানা। আরও আছেন শক্তি কাপুর, প্রেম চোপড়া, রবি গুপ্তা, তৃপ্তি ডিমরি, সৌরভ সচদেব প্রমুখ। ছবিটি প্রযোজনা করেছে টি-সিরিজ, ভদ্রকালি পিকচারস ও সিনে ওয়ান স্টুডিওস। আগামী ১ ডিসেম্বর হিন্দিসহ পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে এটি।

ভিড়ের মধ্যে নারীকে চুমু খেলেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের গোয়ায় ৫৪তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। অনুষ্ঠানে ঢোকার সময় হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এক নারীকে চুমু খেয়েছে! সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়েও পড়েছে।

আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে গোয়া গিয়েছিলেন সালমান। সেখানে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে এক পুরনো বন্ধুর দেখা পান তিনি। তাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুম্বন এঁকে দেন সালমান খান।

এদিকে, কয়েক দিন আগেই প্রকাশ্যে 'কিসিং মাস্টার' ইমরান হাসমিকে মজা করে চুমু খান সালমান, অবশ্য সে কাণ্ড দেখে উপস্থিত দর্শকরা ফেটে পড়েন হাসিতে। 'টাইগার ৩'র সুবাদে বছর চারেকের ফ্লপ কেরিয়ার ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভাইজানের। স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার ধাঁচের 'টাইগার ৩' পরিচালনা করেছেন মনীশ শর্মা। সিনেমায় সালমান এবং ক্যাটরিনা কাইফ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ভিলেনের চরিত্রে দেখা গেছে ইমরান হাশমিকে। হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি।

এবার মেয়ের সঙ্গে অ্যাকশন ছবিতে শাহরুখ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'বছরটি শাহরুখ খানের। পাঠান ও জওয়ানের রেকর্ড আয়ের পর এবার আসছে ডাঙ্কি। ছবিটি নিয়ে শাহরুখ-ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছে। এরই মধ্যে শাহরুখ ও তার মেয়ে সুহানা খানের আগামী সিনেমার খবরও প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গেল, সুজয় ঘোষ পরিচালিত বাপ-বেটির অ্যাকশনে ভরপুর সেই সিনেমার নাম। শাহরুখ খান ও সুহানা খানের আগামী সিনেমার নাম 'কিং'। পিঙ্কভিলার তরফে একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সিনেমাটির শুটিং। বাবা মেয়ের দারুণ সমীকরণ নাকি দেখা যাবে এই দুর্ধর্ষ অ্যাকশনে ভরপুর ছবিতে। অনেকেই ভেবেছিলেন তারা একসঙ্গে কোনও ইমোশনাল ছবিতে কাজ করবেন। কিন্তু শাহরুখ যে অ্যাকশনের ধারাবাহিকতায় মন দিয়েছেন, তাই মেয়ের সঙ্গেও তেমন সিনেমাই আনবেন।বলা হয়েছে, বর্তমানে কিং ছবির প্রিপ্রোডাকশন এবং স্ক্রিপ্টের শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। পাঠান ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এই ছবিটির প্রযোজনা করবেন। তিনিই এই ছবির অ্যাকশন ডিজাইন এবং অ্যাকশন দৃশ্যের উপর বিশেষ নজর রাখবেন।

আগামী ২১ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে রাজকুমার হিরানি পরিচালিত ডাঙ্কি। এতে শাহরুখের বিপরীতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুকে। এদিকে আগামী ডিসেম্বরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দ্য আর্চিজ এর দিয়ে বলিউডে অভিষেক হতে যাচ্ছে শাহরুখ কন্যার।

এক যুগ পর ছোট পর্দায় প্রসেনজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ বিরতির পর ফের টেলিভিশনে ফিরলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তবে এবার অভিনেতা হিসেবে নয়, নতুন সিরিয়াল 'আলোর কোলে'র প্রযোজক হিসেবে বুম্বাদা ছোট পর্দায় ফিরছেন। মাতৃত্বনির্ভর এ সিরিয়ালটি প্রসেনজিতের প্রযোজনা সংস্থা এনআইডিয়াস প্রযোজনা করেছে।

খুব শিগগিরিই জি বাংলায় শুরু হবে নতুন সিরিয়াল 'আলোর কোলে'। এই সিরিয়ালে রয়েছেন অভিনেতা স্বীকৃতি মজুমদার, কৌশিক রায়, সমু সরকার। এই তিনজন ছাড়াও নবাগতা রিষিতা নন্দী নামের এক শিশুশিল্পী রয়েছে, যাকে ঘিরেই গল্পটি। মা-হারা এক বাচ্চা মেয়ের কাছে কীভাবে না থেকেও রয়ে যাবে তার মা, তা নিয়েই গল্প। আবার মায়ের ঘাটতি পূরণ করবে অন্য এক নারী। এমন এক মাতৃত্বের গল্প নিয়ে আসছে প্রসেনজিতের প্রযোজনা সংস্থা এনআইডিয়াস।

এ উপলক্ষে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সবাইকে চমকেই দিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি অবশ্য 'প্রযোজক' কথায় বিশ্বাসী নন। তার মতে, ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য যেমন একজন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর জরুরি, তেমনই জরুরি একজন প্রযোজক। এ ভাবনা থেকেই ধারাবাহিক 'আলোর কোলে' নিয়ে আসছেন প্রসেনজিতের প্রযোজনা সংস্থা।

এর আগে, বাংলা টেলিভিশনে 'গানের ওপারে'-এর প্রযোজনা করছেন তিনি। তারপর 'কনকাঞ্জলি' সিরিয়ালের প্রযোজক ছিলেন। এবার প্রায় ১২ বছর বাদে ফের টেলিভিশনে ফিরলেন তিনি। আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এই নতুন সিরিয়াল 'আলোর কোলে'।

ভারত-প্রোটিয়া

সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হবে 'পিঙ্ক' ওডিআই!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সবে শেষ হয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর। এখনও পর্যন্ত তার রেশ পুরোপুরি কাটেনি। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিততে না পারায় হতাশায় নিমজ্জিত ভারতীয়রা।

বিশ্বকাপের পরেই ভারত ঘরের মাটিতে প্রথম সিরিজ খেলবে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তারা খেলবে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। এরপরেই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে ভারতীয় দল। সেখানেও খেলবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সিরিজ। সেই সিরিজের পোস্টার প্রকাশ করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। বুধবার প্রকাশিত পোস্টার থেকেই জানা গেছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার যে ওয়ানডে সিরিজ খেলা হতে চলেছে তার প্রথম ম্যাচটিই হতে চলেছে 'পিঙ্ক' অর্থাৎ গোলাপি ওডিআই।

কি এই গোলাপি ওডিআই? চলুন জেনে নেওয়া যাক। ব্রেস্ট ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অর্থাৎ বুকেতে যে ক্যানসার হয় সেই ক্যানসার নিয়ে জনমানসে সচেতনতা বাড়াতেই এই পিঙ্ক ওডিআই খেলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের পক্ষে ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত বেশ কিছু মানুষকে এইভাবে সাহায্য করা হবে। সাধারণত এই ধরনের ক্যান্সার রোগ নারীদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তাই এই ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা সেইসব নারীদের পাশে দাঁড়াবেন যারা ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকেই তারা এই বিষয়ে প্রচার করার পাশাপাশি কাজও করছে আলাদা করে।

বিশ্বকাপে মাত্র এক ম্যাচেই সুযোগ,

মুখ খুললেন অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই বিশ্বকাপের দরজা খুলে গিয়েছিল তার জন্য। অক্ষর প্যাটেলের চোট না সারায় শেষ মুহূর্তে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ঢুকে যান বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নেমে একটি উইকেটও দখল করেছিলেন ভারতের এই তারকা অফস্পিনার।

তবে প্রথম ম্যাচই যে তার শেষ ম্যাচ হয়ে দাঁড়াবে বিশ্বকাপে, এটা তিনি নিজেও ভাবেননি। বাকি ম্যাচগুলোয় সুযোগ না পাওয়ায় বিস্মিত হয়েছেন অশ্বিন।

বিশ্বকাপের পর টুর্নামেন্টের বিশ্লেষণ করে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিনি। সেখানে অশ্বিন বলেন, আমি কোনো দিন ভাবিনি চেন্নাইয়ে একটা ম্যাচ খেলেই আমার বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাবে। আমি ভালো বল করছিলাম। কিন্তু তার পরেও খেলতে না পারায় হতাশ লাগছে।

তিনি জানান, কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন। ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার কথা ছিল তার। কিন্তু একজনের জন্য সেটা হয়নি। অশ্বিন বলেন, ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে দলে ফিরতেই পারতাম। কিন্তু তার আগের ম্যাচেই হার্দিক পান্ডিয়া চোট পেয়ে গেল। তার বিকল্প কোনো অলরাউন্ডার দলে ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে সূর্য ও শামিকে খেলাতে হলো। সেই কারণে আমি আর সুযোগ পেলাম না। হার্দিক চোট না পেলে আমি আরও কয়েকটা ম্যাচ খেলতে পারতাম।

ছয় বছর নিষিদ্ধ

বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ছয় বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দু'টি বিশ্বকাপ জেতা মারলন স্যামুয়েলস। আজ বুধবার (২৩ নভেম্বর) নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

স্যামুয়েলসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির চারটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে আইসিসি। বিশ্বকাপ জয়ী এই ক্রিকেটারের নিষেধাজ্ঞা চলতি বছরের ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২০২৯ সালের নভেম্বরে। এই সময়ে কোনো ধরনের ম্যাচেই ব্যাট-বল হাতে নিতে পারবেন না তিনি।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতির ২.৪.২, ২.৪.৩, ২.৪.৬ ও ২.৪.৭ নম্বর ধারা ভেঙেছেন স্যামুয়েলস। তবে ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তে ২.৪.২ ধারা ভঙ্গের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এ ধারায় বলা আছে, কোনো রকমের উপহার, অর্থ, আতিথেয়তা বা অন্য সুবিধা নেওয়ার তথ্য দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে না জানানোর মাধ্যমে ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা।

বাকি তিনটি ধারায় অবশ্য স্যামুয়েলসকে ট্রাইব্যুনালের সব সদস্যই দোষী মনে করেছেন। এর মধ্যে আছে ৭৫০ বা এর বেশি মার্কিন ডলার পাওয়ার তথ্য গোপন করা, তদন্তে স্বীকৃত কর্মকর্তাকে সহযোগিতায় ব্যর্থতা ও তথ্য গোপন করে স্বীকৃত কর্মকর্তার তদন্ত কার্যক্রম বিলম্বিত করা।

এ ব্যাপারে আইসিসির মানবসম্পদ ও নৈতিকতা বিভাগের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, 'স্যামুয়লস প্রায় দুই দশক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। এ সময়ে সে দুর্নীতিবিরোধী অনেক কর্মশালায় অংশ নিয়েছে এবং ভালো করেই জানতো, এই নীতিগুলো কী কী। যখন অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সে সেটার অংশ ছিল।'

দুর্নীতির দায়ে এর আগেও একবার শাস্তি পেয়েছিলেন স্যামুয়েলস। ২০০৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারতের ওয়ানডে ম্যাচের তথ্য পাচার করতে গিয়ে ভারতীয় পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ে ২০০৮ সালে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুটি বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখেন।

রোহিতকে নতুন 'পদ'

দিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে হারলেও গোটা বিশ্বকাপে দলকে সাবলীল ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ওপেন করতে নেমে তার আগ্রাসী ব্যাটিং বেশির ভাগ ম্যাচেই ভারতকে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বোলারদের শাসন করার ব্যাপারে তার থেকে কেউ এগিয়ে নেই। ৫০০-এর বেশি রান করেছেন প্রায় ১২৬ স্ট্রাইক রেটে। সেই রোহিতকে বিশ্বকাপের পর নিজস্ব ভঙ্গিতে শুভেচ্ছা জানাল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

সামাজিক মাধ্যম ইন্সটাগ্রামে একটি পোস্টে রোহিত শর্মাকে 'ভারতের সিইও' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সিইও বা চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সাধারণত কোনো সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাকেই বলা হয়। মুম্বাইয়ের পোস্ট দেখে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে, রোহিতই এই ভারতীয় দলের প্রধান চালক। তার অধীনেই দল এগোচ্ছে এবং আগামী দিনেও এগিয়ে যাবে। মুম্বাইয়ের এই পোস্ট এখন ভাইরাল। প্রসঙ্গত, আইপিএললে মুম্বাইকে পাঁচটি শিরোপা এনে দিয়েছেন রোহিত শর্মা। তবে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে দেশকে এখনও কোনো আইসিসি ট্রফি জেতাতে পারেননি।

রোহিত শর্মা বিশ্বকাপে ১১টি ম্যাচে ৫৯৭ রান করেছেন। গড় ৫৪.২৭। ওয়ানডে বিশ্বকাপে আর কোনো অধিনায়কেরই এত রানের রেকর্ড নেই। ফাইনালেও ৪৭ রান করেছেন তিনি। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি।

'ফাইনাল হারের কষ্ট

ভুলতে সময় লাগবে'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত ১৯ নভেম্বর স্বাগতিকদের হারিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করেছে অস্ট্রেলিয়া। ১ লাখ ৩২ হাজার দর্শককে হতাশায় ডুবিয়ে শিরোপা নিয়ে গেছে অজিরা। বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের বেদনা ভুলতে না ভুলতেই অজিদের বিপক্ষে আবারও মাঠে নামতে হচ্ছে ভারতকে। যদিও পাঁচ ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলছেন না নিয়মিত দলের অনেকে। দলকে নেতৃত্ব দিবেন সূর্যকুমার। সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এসে ফাইনালে হারের অনুভূতি জানান তিনি। ফাইনালে হাসেনি সূর্যকুমারের ব্যাট। ২৮ বলে করেছেন ১৮ রান, যা কিনা পরিস্থিতির সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়। তার এই ইনিংস নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সমালোচনা হয়েছে অনেক। সাবেক ক্রিকেটারদের কেউ কেউ তাকে ধুয়ে দিচ্ছেন। ফাইনাল হারায় সূর্যকুমারের কষ্টটা তাই একটু বেশিই।

তিনি বলেন, 'ফাইনাল হারের কষ্ট ভুলতে (ক্ষত শুকাতে) সময় লাগবে। আমরা পরের দিন সকালে উঠেই তো সব ভুলে যেতে পারব না। এটা লম্বা একটা টুর্নামেন্ট ছিল। বিশ্বকাপ জিতলে দারুণ হতো, তবে আমাদের সব ভুলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন সিরিজ, নতুনভাবে শুরু। নতুন ক্রিকেটাররা এই সিরিজ খেলতে মুখিয়ে আছে।'

এই ব্যাটার আরও বলেন, 'খুবই কঠিন সময়। সহজে এই হারের ধাক্কা কাটাতে পারব না। তবু জানি নতুন সিরিজ শুরু করতে হবে, সামনে এগোতে হবে। কিন্তু বারবার ফাইনালটা মাথায় এসে ভীড় করছে। ফাইনালে হারটা ছিল আতঙ্কের মতো। কিছুতেই ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

চোট নিয়ে বছর শেষ মেসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর হ্যামস্ট্রিংয়ের কারণে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। এবার পড়েছেন কুঁচকির চোটে। ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বিষয়টি জানালেন নিজেই। রিও দে জেনেইরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় গতকাল সকালে ব্রাজিলকে ১-০ ব্যবধানে হারায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি চলাকালীন টাচলাইনে গিয়ে বেশ কয়েকবার চিকিৎসা নিতে দেখা গেছে মেসিকে। শেষদিকে মাঠ থেকেই উঠিয়ে নেওয়া হয় তাকে। ম্যাচ শেষে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন তিনি। আর্জেন্টাইন এই সুপারস্টার বলেন, 'আমার অ্যাডাক্টরে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। এটি ছিল এই বছরে আমার শেষ ম্যাচ। তাই নতুন বছরের শুরুতে যেন সর্বোচ্চটা দিতে পারি, এজন্য পুরোপুরি সেরে উঠতে আমার হাতে সময় আছে।'

যদিও এই চোট থেকে সেরে উঠতে যথেষ্ট সময় রয়েছে মেসির হাতে। ইন্টার মায়ামির প্রাক-মৌসুম অনুশীলতে তাকে ফিরতে হবে আগামী বছরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে।

আইপিএলের পরের আসরে

খেলবেন না স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্টোকসের দল চেন্নাই সুপার কিংস।

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পর ওয়ার্কলোড ও ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দেবেন স্টোকস। তাই আইপিএল থেকে বিরত রাখছেন নিজেকে।

গত বছর ১৬ কোটি ২৬ লাখ রুপি দিয়ে দলে ভিড়িয়েছিল চেন্নাই। যদিও গুঞ্জন উঠেছিল, স্টোকসকে এবার তাকে নিলামে ছেড়ে দিতে পারে তারা। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে স্টোকসের সিদ্ধান্তের পাশেই দাঁড়ালো ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

বিবৃতিতে চেন্নাই লেখে, ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়ক, অলরাউন্ডার বেন স্টোকস তার ওয়ার্কলোড ও ফিটনেসের দিকে নজর দিতে ২০২৪ সালের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী স্টোকস ২০২৩ সালের সফল আইপিএলের আগে সুপার কিংসের অংশ হন।

তিনি সম্প্রতি ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেন, যেটির জন্য অবসর থেকে ফিরে আসেন। আইপিএলের আগে ইংল্যান্ড ৫ টেস্টের সিরিজ খেলবে, এরপর ২০২৪ সালের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। এর আগে বেনের ওয়ার্কলোডের ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চেন্নাই সুপার কিংস সমর্থন করে বলে জানায় চেন্নাই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR